মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার প্রয়োজন

আমীরে শরীয়ত, *খেলাফত আন্দোলন*

বাংলাদেশের ইসলামী রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রাণপুরুষ ছিলেন হাফেজ্জী হুজুর (রঃ)। জীবনের সিংহভাগ সময়ই কাটিয়েছেন তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায়। তখন আশির দশক। হাফেজ্জী হুজুর ডাক দিয়েছিলেন বাঙালি মুসলমানদের আল্লাহর জমিনে তাঁর খেলাফত প্রতিষ্ঠিত করতে। এ স্লোগানের বাস্তবায়ন করতেই তিনি তখন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন। খুব কম সময়ের ভেতর দেশের অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মুসলমান সাড়া দিয়েছিলেন তাঁর আহ্বানে। সত্যি কথা বলতে কি দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দুটি সংগঠনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের ভাবিয়ে তুলেছিল তখনকার বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন। বিশেষত এ সংগঠনের ইসলামী আন্দোলনের জোয়ার অন্যান্য ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠনের অস্তিত্বকে ঠেলে দিয়েছিল হুমকির মুখে। যাক, শেষ অবধি নানা কারণে লক্ষ্যস্থলে পৌছতে ব্যর্থ হল সেই সংগঠন। হযরত মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রঃ)-এর ইন্তেকালের পর খেলাফত আন্দোলনের হাল ধরলেন আহমাদুল্লাহ আশরাফ। 'বড় ভাই' নামেই তিনি বেশি পরিচিত। তিনি হাফেজ্জী হুজুর (রঃ)-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। মার্চ ১৯৪২ সালে ঢাকার কামরাঙ্গীরচরে তার জন্ম। বর্তমানেও তিনি বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। দলীয় সংবিধানে যাকে বলা হয় 'আমীরে শরীয়ত'। যুগান্তরকে দেয়া তাঁর সাক্ষাৎকারটি নিচে তুলে ধরা হল :

যুগান্তর : আপনার রাজনীতির অনুপ্রেরণা কে?

আমীরে শরীয়ত : হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদ (পাকিস্তান) ও হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর (রঃ)।

যুগান্তর : বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর বিভক্তিকে কোন চোখে দেখেন?

আমীরে শরীয়ত : শুধু ইসলামী রাজনৈতিক দল নয়, বরং রাজনৈতিক দলগুলোর বিভক্তির পেছনে নীতিগত বা আদর্শগত কোন কারণ থাকে না। বরং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই উদ্দেশ্য থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হযরত হাফেজ্জী হুজুর (রঃ) নেতা, ওস্তাদ ও পীর হওয়া সত্ত্বেও অনেকে রাসূল পাক (সাঃ)-এর হাদীস শরীফ– "তোমাদের নেতা নাক কাটা, কান কাটা হাবশী ক্রীতদাস হলেও প্রকাশ্য কুফুরি কাজ না করা পর্যন্ত তাঁকে মেনে চলো।" উপেক্ষা করে দল ত্যাগ করেছেন, এটা সম্মান ও নেতৃত্বের লোভ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

> কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের পূর্বসূরিদের সুচিন্তিত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। এ পর্যন্ত প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই আলেম-উলামা তৈরি হচ্ছে। আর তাঁরাই দ্বীনের ধারক ও বাহক। এতে কোন রকম ত্রুটি হচ্ছে না।

যুগান্তর : বাংলাদেশের ইসলামী রাজনৈতিক সংগঠন ও দরবার শরীফগুলোর সমন্বয়ে তৃতীয় ধারার ইসলামী বৃহৎ জোট গঠনে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

আমীরে শরীয়ত : বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সব ইসলামী নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের সম্মিলিত প্রয়াসের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন এ লক্ষ্যেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত।

যুগান্তর : চলতি সংসদের উলামা সাংসদদের প্রতি আপনার পরামর্শ কি?

আমীরে শরীয়ত : উলামা সাংসদদের নিজস্ব ভাবধারা বজায় রাখা উচিত। যাতে জনগণের আস্থা বদ্ধমূল থাকে।

যুগান্তর : শিয়া-সুন্নীর দূরত্বকে আপনি কোন চোখে দেখেন?

আমীরে শরীয়ত : এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মতের সঙ্গে আমিও একমত।

যুগান্তর : কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার করা প্রয়োজন আছে বলে কি মনে করেন?

আমীরে শরীয়ত : কওমী মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের পূর্বসূরিদের সুচিন্তিত পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা। এ পর্যন্ত প্রচলিত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমেই আলেম-উলামা তৈরি হচ্ছে। আর তাঁরাই দ্বীনের ধারক ও বাহক। এতে কোন রকম ত্রুটি হচ্ছে না। তবে সাধারণ শিক্ষায় ইসলামের জ্ঞান অর্জিত হচ্ছে না। মুসলমান সন্তানদের ঈমান-আমলের উন্নতি হচ্ছে না। সুতরাং সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার হওয়া জরুরি প্রয়োজন বলে মনে করি।

সাক্ষাৎকার গ্রহণে : মাওলানা লিয়াকত আমিনী

FEB. 08 2002